যুগান্তর

তারিখ : 27 SEP 2016

কওমি সনদধারীদের উচ্চশিক্ষার স্বীকৃতি নেই

আধুনিক কারিকুলামের অনুপস্থিতি ও আলেমদের দ্বন্দ্ব-দূরত্ব

দারুল উলুম দেওবন্দের আট মূলনীতির ভিত্তিতে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি চেয়ে সাত দফা দাবি তুলেছে কওমি শিক্ষা সনদ স্বীকৃতি বাস্তবায়ন পরিষদ। ১৭ অক্টোবর ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ডেকেছেন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি। 'স্বকীয়তা' বিসর্জন দিয়ে সনদের স্বীকৃতি নিতে নারাজ তারা। তারা একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে চান। কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার হালহকিকত নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের প্রতিমঞ্চ

কওমি মাদ্রাসার পাঠকক্ষে শিক্ষার্থীরা

মুসতাক আহমদ ও হাসিব বিন শহিদ

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত আলিয়া ও কওমি এ দুই ধারায় বিভক্ত। আবার কওমি মাদ্রাসাতেই আছে দুই ভাগ। তা হচ্ছে, হিফজ (কোরআন শরিফ মুখস্থ করা) এবং দরসে নেজামি। দরসে নেজামিই মূলত সাধারণ মানুষের কাছে কওমি শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলো থেকে দাখিল-আলিম পাস করা শিক্ষার্থীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা প্রকৌশল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ সুযোগের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। মূলত সনদের স্বীকৃতি না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, কওমি মাদ্রাসার আলেমদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দূরত্বের কারণেই মূলত সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি থেমে আছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা নিশ্চিত করেছেন। কওমি মাদ্রাসাগুলোর সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ সংক্ষেপে বেফাকের মহাসচিব মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার জাহানাবাদীও আলেমদের মধ্যে দুরত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শুরুতেই ধারণা দেয়া হয়, পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্য এ শিক্ষা নয়। ইলমে দ্বীন অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আর ইসলাম প্রচারের জন্যই এ শিক্ষা গ্রহণ। মাদ্রাসায় ভর্তির নির্দিষ্ট বয়সসীমাও নেই। অধিকাংশ মাদ্রাসার সঙ্গে রয়েছে এতিমখানা। রয়েছে এতিম, দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের জন্য আবাসন ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা। সারা দেশের আলিয়া মাদ্রাসা, কেজি স্কুল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পেলেও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তা থেকেও বঞ্চিত।

দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর কারো কোনো একক নিয়ন্ত্রণ নেই। পারস্পরিক সমন্বয়ও নেই। নেই অনুসরণীয় কোনো একক পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রমে সাধারণত আল-কোরআন, হাদিস ও তাফসির, ফিকাহ, কালাম, আরবি সাহিত্য, উর্দু ও ফার্সি অন্তর্ভুক্ত। আগে দেওবন্দ থেকে এসব প্রকাশিত হতো। এখন তা দেশেই প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার বাইরে আরও দুটি ভিন্ন ভাষা শিখতে হয়। কোরআন ও হাদিস পড়ার জন্য শিখতে হয় আরবি। আর দেওবন্দ মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের কিতাবগুলো উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখতে হয় উর্দু ভাষা। ফার্সি ভাষাও শিখতে হয় কিছু ছাত্রকে। বেফাকের মহাসচিব আবদুল জব্বার জাহানাবাদী যুগান্তরকে বলেন, কওমি শিক্ষার সঙ্গ সাধারণ শিক্ষার দূরত্ব প্রায় ৩০০ বছরের। আমরা দূরত্ব ঘোচাতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বেশিদিন লাগবে না। এ শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার কাছে নিয়ে যেতে বেফাকের উদ্যোগে বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ অন্যান্য পাঠ্য সংযোজন করা হয়েছে। সরকারি বইয়ে পাঁঠা বলি দেয়া শেখায়। তাই সরকারি পাঠ্যবই আমরা নিই না। আঞ্চলিক বোর্ডগুলোর মধ্যে শুধু সিলেটের নিজস্ব কিছু বই আছে বলে জানান তিনি।

অভিযোগ রয়েছে, মাদ্রাসার আলেমদের মধ্যে বিভক্তির কারণে দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও দাবির পরও কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি মিলছে না। এ ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত উদ্যোগও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের আমির ও বেফাকের সভাপতি মাওলানা শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে সরকার। ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সুপারিশ জমা দেয়া হয়। তিন বছর ধরে সুপারিশগুলো পড়ে আছে। এ অবস্থায় গত ১১ আগস্ট এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী কওমির স্বীকৃতি প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেন। এ সময় তিনি বলেন, 'সনদ দিতে হলে একটা ন্যূনতম কারিকুলাম লাগবে। না হলে কিসের ভিত্তিতে শিক্ষা হবে। কিসের ভিত্তিতে সনদ দেয়া হবে? এ মুহূর্তে এটা জরুরি। যাতে কারিকুলাম প্রণয়ন করে দ্রুত আমরা সনদ দেয়ার কাজ শুরু করতে পারি।'

> কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে আমরা আগ্রহী। কিন্তু তারা একমত হতে পারছেন না : শিক্ষামন্ত্রী

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৮ সেপ্টেম্বর যুগান্তরকে বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে আমরা আগ্রহী। এ ব্যাপারে নানা উদ্যোগ নিয়ে আমরা এগিয়ে আছি, যাতে তাদের সহযোগিতা দিতে পারি। কিন্তু তারা একমত হতে পারছেন না।'

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও বেফাকের মিডিয়া উপদেষ্টা ডা. এসএম আবদুল আজিজ যুগান্তরকে বলেন, বেশিরভাগ আলেমই সনদের স্বীকৃতির পক্ষে। বরং সরকারই কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে চায় না। আলেমদের একটি অংশ প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের অনুসারী। তারা তাদের ওপর অর্পিত দলের অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজ করেন। যে কারণে এ নিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি আরও বলেন, 'আমি ২০০৩ সাল থেকে নির্দলীয় অবস্থান থেকে সনদের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের আন্দোলনের মুখে ২০০৫ সালে তৎকালীন সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশ করে। তাতে দাওরা ডিগ্রিকে এমএ ইসলামী শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যের মর্যাদা দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা আছে। এতে কওমি শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড গঠনের কথাও আছে। শুধু তাই নয়, ২০০৮ সালের ১৩ অক্টোবর ইউজিসি একটি সার্কুলার জারি করেছে। সেটা অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ও আরবি সাহিত্য বিষয়ে দাওরা ডিগ্রিধারীদের লেখাপড়া ও শিক্ষকতার অধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং একই শিক্ষার স্বীকৃতি কতবার দেয়া হবে?'

এ প্রসঙ্গে মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ যুগান্তরকে বলেন, 'ওটা (২০০৬ সালের গেজেট) ছিল একটা ঘোষণাপত্র, যা দ্বারা কোনো স্বীকৃতি হয় না। মূলত সেটা ছিল শুধু মৌলভীদের ঠাণ্ডা করার কৌশল। সংসদে পাসের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করলে কার্যকারিতা পাওয়া যেত।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। তার ঘোষণা অনুসারে কওমি শিক্ষাব্যবস্থা ও সনদের আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, নিজেদের 'স্বাধীন সত্তা' টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা সরকারি কোনো অনুদান গ্রহণ করে না। মাদ্রাসাগুলো চলে শিক্ষার্থীদের বেতন, বিভিন্ন জনের চাঁদা, দান, কোরবানি পশুর চামড়া সংগ্রহ প্রভৃতি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। কোনো কোনো মাদ্রাসা বিদেশি অনুদানও পেয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য বেতন কাঠামো নেই। নেই চাকরির কোনো বিধিমালা। এ দুর্মূল্যের বাজারেও দুই-তিন হাজার টাকার নামমাত্র সম্মানী পান কোনো কোনো শিক্ষক। তাও নিয়মিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কিছু 'ক্যাডেট' এবং 'মহিলা' মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। এসব মাদ্রাসায় সীমিত আকারে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী টিউশন ফি দিয়ে থাকেন। দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্রায় ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এ অবস্থায় কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি মিললে বিশাল জনগোষ্ঠী সমাজের মূলধারায় জায়গা পেত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

রাষ্ট্রীয় অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ সম্পর্কে বেফাকের মহাসচিব যুগান্তরকে বলেন, 'আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি অনুদানের কারণে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে। আমরা কোনো নিয়ন্ত্রণে গিয়ে স্বকীয়তা নষ্ট করতে চাই না।' আর মাওলানা আবদুল আজিজ বলেন, আসলে মাদ্রাসা থেকে যা দেয়া হয় তা বেতন না, সম্মানী বা ওজিফা। এটা চাকরি না, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ইসলামের খেদমতের জন্যই শিক্ষকরা নিয়োজিত থাকেন। তাই বেতনের অংক এখানে মুখ্য নয়। ■